মহাপরিচালকের কার্যালয়
কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা ইন্স্যুরেন্স ভবন (২য়-৬ষ্ঠ তলা)
৭১, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।
www.agriaudit.org.bd

স্মারক নং-৮২.১৮.০০০০.০০১.৪৩.৩০৭.২১- ২০৭

তারিখ: ২৯/০৬/২০২১ খ্রি.

✓ মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।

বিষয়: বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালের নিরীক্ষার অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালের নিরীক্ষা স্থানীয়ভাবে ১০/০১/২০২১ খ্রি. হতে ২৬/০১/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে আপত্তিসমূহ যাচাই কমিটি (Quality Assurance Committee-1) কর্তৃক পর্যালোচনাপূর্বক মোট ১৪ (চৌদ্দ) টি আপত্তির মধ্যে অনুচ্ছেদ নং ২, ৪, ৭, ৯, ১০, ১২ ও ১৪ মোট ০৭ টি (সাত) SFI অগ্রিম আপত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ০৭ (সাত) টি সাধারণ অনুচ্ছেদ হিসেবে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) এ অন্তর্ভুক্ত করত: এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। এমতাবস্থায়, অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) এ বর্ণিত আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তিমূলক জবাব অগ্রিম অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এবং সাধারণ অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে এ কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা হলো

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)	QAC-1 সভার মন্তব্য
১.	প্রশাসনিক অনুমোদনের অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৭,১৮,১১৮/-	Non SFI
২.	নিজস্ব আয়ের কোষাগারে জমা/বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।	১৮,৯৪,৪৮৩/-	SFI
৩.	পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে নন-রেসপনসিভ ঠিকাদারকে রেসপনসিভ ঘোষণা করে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৮,২৮,৩৫৯/-	Non SFI
৪.	সংস্থার রাজস্ব তহবিল হতে উন্নয়ন কর্মসূচীর বিল বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৫,৯৭,৭০৬/-	SFI
৫.	পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বিভিন্ন কাজের বিপরীতে অগ্রিম বাবদ পরিশোধিত সমন্বয় করা হয়নি।	৭,৩৭,৪৮৬/-	Non SFI
৬.	সংস্থার বহির্ভূত শ্রমিকের মজুরি বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৩,৪৮,৬২৫/-	Non SFI
৭.	হ বিল হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জীবন বীমার পলিসির প্রিমিয়াম বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	১৮,৭২,০০০/-	SFI
৮.	পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন না করে অনিয়মিতভাবে কার্যাদেশ প্রদান।	১,৯৭,২৫০/-	Non SFI
৯.	নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করা/কম কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,৮৫,১২৬/-	SFI
১০.	আরডিপিপিতে মেশিনারি খাতে কোন বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও অন্য খাত হতে পিসিআর মেশিন ক্রয় বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৪,২০,০০০/-	SFI
১১.	পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে এয়ার কন্ডিশনার মেরামত।	৪,০৭,২০০/-	Non SFI

১২.	ডিপিপিতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোন বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	১৩,৬৪,৯৩০/-	SFI
১৩.	বিভিন্ন কোডে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়।	৯,৬৬,০৬৭/-	Non SFI
১৪.	সংস্থার আইনে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও চার্টার্ড একাউনটেন্ট (সিএ) ফার্ম দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়নি।		SFI
	মোট	১,০৫,৩৭,৩৫০/-	

সংযুক্তি: ১। প্রতিবেদন- (৬৯) পাতা।

২৯/৬/২১

(মো: নুরুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক
ফোন: ০২-৪৮৩১৬৮৫৬

স্মারক নং-৮২.১৮.০০০০.০০১.৪৩.৩০৭.২১-২০৭ তারিখ: ২৯/০৬/২০২১ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

২। পিএ টু মহাপরিচালক/পরিচালক, কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর।

৩। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

(মো: নুরুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক
ফোন: ০২-৪৮৩১৬৮৫৬

অধ্যায়-১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য:

এই রিপোর্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কার্যালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ইস্যুভিত্তিক কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। Audit Materiality বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের লেনদেনও দেখা হয়েছে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসাবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

- প্রতিষ্ঠান পরিচিতি:

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) দেশের অন্যতম প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯০৪ সালে স্যার আর.এস. ফিনলোর নেতৃত্বে ঢাকায় প্রথম পাটের গবেষণা শুরু হয়। অত:পর ১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) আওতায় ঢাকায় জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পাটের গবেষণা শুরু হয়। ১৯৫১ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) স্থলে পাকিস্তান সেন্ট্রাল জুট কমিটি (PCJC) গঠিত হয় এবং বর্তমান স্থানে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে এ্যাক্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)। বর্তমানে বিজেআরআই তিনটি ধারায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছেঃ (১) পাটের কৃষি তথা পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা; (২) পাটের কারিগরী তথা মূল্য সংযোজিত বহুমুখী নতুন নতুন পাট পণ্য উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা এবং (৩) পাটের টেক্সটাইল অর্থাৎ পাট এবং তুলা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আঁশের সংমিশ্রনে পাট জাত টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা।

বর্তমানে বিজেআরআই এর কৃষি গবেষণায় ৬টি, কারিগরী গবেষণায় ৪টি, জুট টেক্সটাইল গবেষণায় ১টি এবং পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ বিভাগসহ মোট ১২টি বিভাগ রয়েছে। এছাড়াও কৃষকদের সময় উপযোগী চাহিদা ও প্রয়োজন মোতাবেক পাটের অঞ্চল ভিত্তিক কৃষি গবেষণার জন্য মানিকগঞ্জে পাটের কেন্দ্রীয় কৃষি পরীক্ষণ স্টেশন এবং রংপুর, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ ও চান্দিনায় (কুমিল্লা) চারটি আঞ্চলিক পাট গবেষণা কেন্দ্র এবং তারাবো (নারায়নগঞ্জ), মনিরামপুর (যশোর) ও কলাপাড়ায় (পটুয়াখালী) তিনটি পাট গবেষণা উপকেন্দ্র এবং নশিপুরে (দিনাজপুর) একটি পাট বীজ উৎপাদন ও গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। উল্লেখ্য যে, পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের দেশী বিদেশী বীজ সংরক্ষণ ও উন্নত জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য বিজেআরআইতে একটি জিন ব্যাংক রয়েছে। এ জিন ব্যাংকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহিত পাট ও সমগোত্রীয় আঁশ ফসলের প্রায় ৬০০০ জার্মপ্লাজম সংরক্ষিত আছে। সম্প্রতি বিজেআরআই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা" প্রকল্পের অর্থায়নে গবেষণার মাধ্যমে জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশী ও তোষা পাট এবং ধইঞ্চার জিনোম সিকুয়েন্স উন্মোচন করে গবেষণার উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করা হয়েছে যা বিশ্বে বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে।

- প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম:

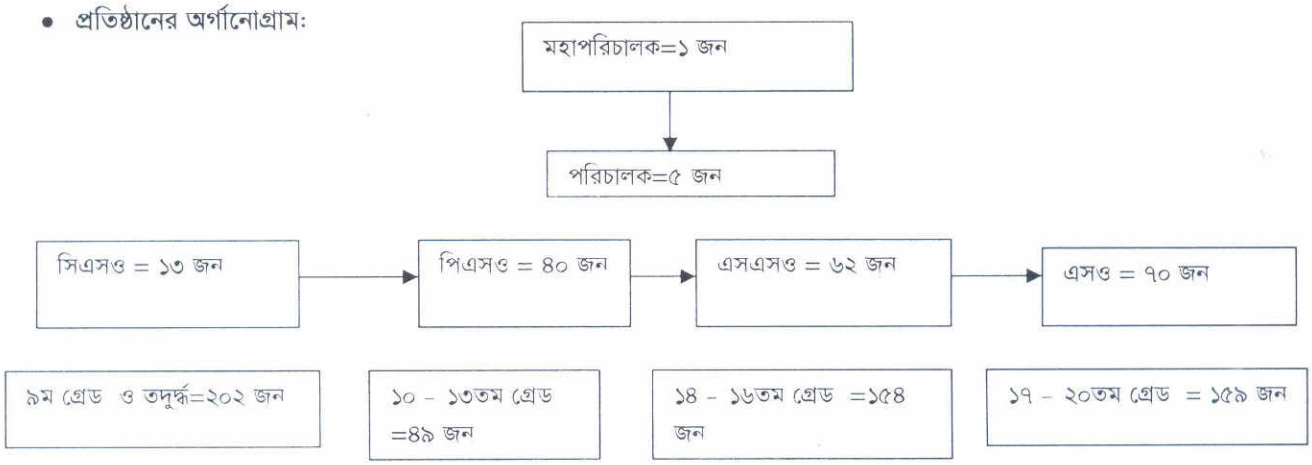

- প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী:

১. পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসলের কৃষি, কারিগরী ও অর্থনৈতিক গবেষণা, ব্যবস্থাপনা এবং আঁশজাত ফসল উৎপাদন এবং গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।
২. উন্নতমানের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতাসহ পাটবীজ উৎপাদন, পরিচালন, পরীক্ষণ, সরবরাহ এবং সীমিত আকারে উন্নত মানের পাটবীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও নির্বাচিত চাষী, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এজেন্সীর নিকট বিতরণ।
৩. পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসল, পাটজাত পণ্য ও আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা কেন্দ্র, পাইলট প্রজেক্ট এবং খামার স্থাপন।
৪. পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসল চাষের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে পাটের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং পাট চাষীদের প্রশিক্ষণ এবং পাট সংক্রান্ত কারিগরী গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্পর্কে পাট শিল্পে সংশ্লিষ্ট জনশক্তির প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

- প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator:

১। উদ্ভাবিত ফসলের উন্নত জাত অবমুক্তকরণ।
২। পাট চাষের সুবিধা সম্প্রসারণ ও আবাদী জমির পরিমান বৃদ্ধি।
৩। প্রধান প্রধান ফসলের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপাদন।

- অডিটের আইনগত ভিত্তি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮ (১) এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority, Local Authority ও Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

- অডিটের পরিধি :

কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মোট উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট ৫০,১৬,০০,০০০/- (পঞ্চাশ কোটি ষোল লক্ষ) টাকা। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও এর অধীন্থ দপ্তরসমূহের মাধ্যমে শুধুমাত্র দেশীয় অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প ও কর্মসূচীসমূহ ২০১৯-২০ আর্থিক সালের বিভাগীয় কার্যাবলী, উন্নয়ন কাজের বাজেট ছাড়করণ স্কিম, প্রাক্কলন, দরপত্র, ভেরিয়েশন প্রস্তুত, অনুমোদন, বাস্তবায়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কাজ নিরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করে কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা করা হয়েছে। নিরীক্ষার ক্ষেত্রে শুধু ২০১৯-২০ অর্থ বছরকে নিরীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। পরিকল্পনায় ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে সে আলোকে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

মহাপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বরাদ্দ প্রাপ্তি, ব্যয় ব্যবস্থাপনা, অর্থ ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ আয়ের উৎস এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি ISSAI এর নির্দেশনা, সরকারি ক্রয় বিধি ও প্রযোজ্য বিধি-বিধান এর আলোকে নিরীক্ষা করা হয়েছে।

অডিট কৌশল:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮ (১) এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ইস্যুভিত্তিক কমপ্ল্যায়েন্স নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

অডিটের সময়কাল: ১০/০১/২০২১ খ্রি. হতে ২৬/০১/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত।

পূর্ববর্তী অডিট রিপোর্টের হালনাগাদ তথ্য:

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কার্যালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আয়-ব্যয়, ফান্ড ও বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে।

এই রিপোর্টে ১৪ টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ১,০৫,৩৭,৩৫০.০০ (এক কোটি পাঁচ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ টাকা)। এই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- সংস্থার তহবিল হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জীবন বীমার পলিসির প্রিমিয়াম বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।
- ডিপিপিতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোন বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ব্যয়।
- প্রশাসনিক অনুমোদনের অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।
- সংস্থার আইনে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও চার্টার্ড একাউনটেন্ট (সিএ) ফার্ম দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

BJRI- Bangladesh Jute Research Institute

GFR- General Financial Rules

NBR- National Board of Revenue

OCAG-Office of the Comptroller and Auditor General

OTM-Open Tender Method

TEC- Tender Evaluation Committee

PPA-2006- Public Procurement Act-2006

PPR-2008- Public Procurement Rules-2008

RFQ- Request for Quotation

STD- Standard Tender Document

TO&E- Table of Organization & Equipment

VAT- Value Added Tax

অধ্যায়-২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
১.	প্রশাসনিক অনুমোদনের অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৭,১৮,১১৮/-
২.	নিজস্ব আয়ের কোষাগারে জমা/বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।	১৮,৯৪,৪৮৩/-
৩.	পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে নন-রেসপনসিভ ঠিকাদারকে রেসপনসিভ ঘোষণা করে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৮,২৮,৩৫৯/-
৪.	সংস্থার রাজস্ব তহবিল হতে উন্নয়ন কর্মসূচীর বিল বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৫,৯৭,৭০৬/-
৫.	পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বিভিন্ন কাজের বিপরীতে অগ্রিম বাবদ পরিশোধিত সমন্বয় করা হয়নি।	৭,৩৭,৪৮৬/-
৬.	সংস্থার বহির্ভুত শ্রমিকের মজুরি বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৩,৪৮,৬২৫/-
৭.	বিল হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জীবন বীমার পলিসির প্রিমিয়াম বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	১৮,৭২,০০০/-
৮.	পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন না করে অনিয়মিতভাবে কার্যাদেশ প্রদান।	১,৯৭,২৫০/-
৯.	নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করা/কম কর্তন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,৮৫,১২৬/-
১০.	আরডিপিপিতে মেশিনারি খাতে কোন বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও অন্য খাত হতে পিসিআর মেশিন ক্রয় বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৪,২০,০০০/-
১১.	পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে এয়ার কন্ডিশনার মেরামত ।	৪,০৭,২০০/-
১২.	ডিপিপিতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোন বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	১৩,৬৪,৯৩০/-
১৩.	বিভিন্ন কোডে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়।	৯,৬৬,০৬৭/-
১৪.	সংস্থার আইনে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও চার্টার্ড একাউনটেন্ট (সিএ) ফার্ম দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়নি।	
	মোট	১,০৫,৩৭,৩৫০/-

(কথায়ঃ এক কোটি পাঁচ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ টাকা)

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নম্বর-০১

শিরোনাম : প্রশাসনিক অনুমোদনের অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ৭,১৮,১১৮/- (সাত লক্ষ আঠারো হাজার একশত আঠারো) টাকা পরিশোধ।

বিবরণ :

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা এর ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালে প্রশাসনিক অনুমোদনের অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ৭,১৮,১১৮/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

- নিরীক্ষাকালে গবেষণা সংশ্লিষ্ট কাজের নথিপত্র, কার্যাদেশ ও বিল-ভাউচার যাচাইকালে দেখা যায় যে, বিজেআরআই এর ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালে গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের লক্ষ্যে ৫,০০,০০০/- টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত কাজটি পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ই-জিপিতে ওটিএম পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক ০৫/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। কিন্তু দরপত্র আহবান করা হয় ৯,০০,৮৬৫/- টাকার। স্মারক নং-১২.২৩.২৬৮০.০০৬.০৭.১২০.১৯/৪২৩০(১-১১) তাং ২৫/০৫/২০২০ খ্রিঃ মোতাবেক ঠিকাদার H.K. Traders কে ৭,৯৮,৭৮৬/- টাকার কার্যাদেশ দেওয়া হয়। ভাউচার নং ৪৩৫০ তারিখ ৩০/০৬/২০২০ খ্রিঃ অনুযায়ী ঠিকাদারকে ৭,১৮,১১৮/- টাকা পরিশোধ করা হয়।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৬(৭) মোতাবেক দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য অফিস প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। জিএফআর এর বিধি-৯ মোতাবেক মঞ্জুরি ব্যতীত সরকারি তহবিল হতে কোন ব্যয় নির্বাহ করা যাবেনা। কিন্তু এক্ষেত্রে অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত টেন্ডার আহবান করে ৭,১৮,১১৮/- টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- নিরীকালীন সময়ে জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক হিসবে দায়িত্বে ছিলেন ।
- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ১.১

অনিয়মের কারণঃ

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৬(৭) এবং জিএফআর এর বিধি-৯ লঙ্ঘন ।

স্থানীয় অফিসের জবাবঃ

সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ অনুমোদিত মাত্রার অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করার কোন সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

অনুমোদন ব্যতিরেকে টেন্ডার আহবান এবং চুক্তির মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করায় অনিয়মিত বা বিধি বহির্ভুত ব্যয়ের সাথে জড়িতরদের বিরূদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০২

শিরোনাম: ইনস্টিটিউট এর নিজস্ব আয়ের ১৮,৯৪,৪৮৩/- (আঠারো লক্ষ চুরানব্বই হাজার চারশত তিরাশি) টাকা বিজেআরআই তহবিলে/ বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

বিবরণ :

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা এর ২০১৯-২০ আর্থিক সালে ইনস্টিটিউট এর নিজস্ব আয়ের ১৮,৯৪,৪৮৩/- (আঠারো লক্ষ চুরানব্বই হাজার চারশত তিরাশি) টাকা বিজেআরআই তহবিলে/ বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

- নিরীক্ষাকালে বিজেআরআই এর ক্যাশ বই, নিজস্ব আয় তহবিলের হিসাব, ব্যাংক বিবরনী এর আনুসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সংস্থার নিজস্ব আয় ছিল ২,১৮,৯৪,৪৮৩/- টাকা যা সোনালী ব্যাংক, লালমাটিয়া শাখার হিসাব নং ৪৪১৬৪৩৩০০৬৬৯৮ এ গচ্ছিত ছিল। পরবর্তীতে ২৯/৬/২০২০ খ্রি. তারিখে উক্ত তহবিল হতে ২,০০,০০,০০০/- (দুই কোটি) রাজস্ব আয়ের অর্থ হিসেবে ২০১৯-২০২০ সালের পরিচালন বাজেট কোড নং ১৩১০১৫২০০ এর অনুকূলে প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব নং ৩৩০০৭৩৩৩ এ স্থানান্তর করা হয়। অবশিষ্ট ১৮,৯৪,৪৮৩/- টাকা স্থানান্তর করা হয়নি । এমনকি বাজেটে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

- উল্লেখ্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরেও অনুরুপভাবে বিজেআরআই এর আয় তহবিলে ৪১,০৯,৫৫১/- টাকা অব্যয়িত ছিলো। কিন্তু উক্ত টাকা ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত না করে অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ এর ধারা ১৩ মোতাবেক ইনস্টিটিউট এর নিজস্ব উৎস হতে আয় বিজেআরআই এর তহবিলে জমা করতে হবে এবং ধারা ১৪ মোতাবেক ইনস্টিটিউট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাৎসরিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ইনস্টিটিউটের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহাও উল্লেখ থাকিবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিজস্ব আয়ের ১৮,৯৪,৪৮৩/- টাকা প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা/ বাজেটে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

- নিরীকালীন সময়ে জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক হিসবে দায়িত্বে ছিলেন ।
- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ২.১

অনিয়মের কারণঃ

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ এর ধারা ১৩ ও ১৪ এর ব্যত্যয়।

স্থানীয় অফিসের জবাব :

বিষয়টি পর্যালোচনা এবং নথিপত্র যাচাই সাপেক্ষে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ এর ধারা ১৩ মোতাবেক ইনস্টিটিউট এর নিজস্ব উৎস হতে আয় বিজেআরআই এর তহবিলে জমা এবং ধারা ১৪ মোতাবেক অব্যয়িত টাকা বাজেটে অন্তর্ভুক্ত না করায় উপরোক্ত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত টাকা ইনস্টিটিউটিএর কোষাগারে জমা করে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৩

শিরোনাম: পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে নন-রেসপনসিভ ঠিকাদারকে রেসপনসিভ ঘোষণা করে অনিয়মিতভাবে ৮,২৮,৩৫৯/-(আট লক্ষ আটাশ হাজার তিনশত উনষাট) টাকা পরিশোধ।

বিবরণ:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা এর ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে নন-রেসপনসিভ ঠিকাদারকে রেসপনসিভ ঘোষণা করে ৮,২৮,৩৫৯/- টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

- নিরীক্ষাকালে বিজেআরআই এর পাট গবেষণা উপ-কেন্দ্র মনিরামপুর, যশোর ফার্মের মেইন গেইট এবং গার্ড রুম নির্মাণ কাজের সংশ্লিষ্ট নথি, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, উক্ত কাজটি ইজিপির মাধ্যমে (টেন্ডার আইডি নং৩৪৬৯৫৪) কার্য সম্পাদন করে ৮,২৮,৩৫৯/- টাকা পরিশোধ করা হয়।

- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান M/s NMM Enterprise কে স্মারক নং ১২.২৩.০০০০.০০৭.৪৩.২৭১.১৯.২৬৯২ তারিখ ৭/১/২০২০ খ্রি: এর মাধ্যমে ৯,১৬,৭৯৬/- টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের টেন্ডার ডকুমেন্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি নন-রেসপনসিভ ছিল। কারণ তাঁর ট্রেড লাইসেন্স এর মেয়াদ ছিল ২০১৪-১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত। অর্থাৎ M/s NMM Enterprise এর ট্রেড লাইসেন্সটি হালনাগাদ নাই যা নিরীক্ষাকালীন পর্যন্ত সময় পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে উপর্যুক্ত ঠিকাদারকে নন-রেসপনসিভ না দেখিয়ে রেসপনসিভ ঘোষণা করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। পিপিআর-২০০৮ এর ৭০(২) মোতাবেক দরপত্রদাতাগণকে যোগ্যতার সমর্থনে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনাক্তকরণ নম্বর, ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণাদি এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার সমর্থনে ব্যাংকের সনদপত্র দাখিল করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে M/s NMM Enterprise এর ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের মেয়াদ হালনাগাদ না থাকা সত্ত্বেও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- নিরীকালীন সময়ে জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক হিসবে দায়িত্বে ছিলেন ।
- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ৩.১

অনিয়মের কারণঃ

পিপআর-২০০৮ এর বিধি ৭০(২) লঙ্ঘন।

স্থানীয় অফিসের জবাব :

সংশ্লিষ্ট নথিপত্র এবং টিইসি কমিটির সাথে আলোচনা করে পরবর্তীতে জবাব দেওয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সকল ক্রয়কার্য নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয়কার্য সম্পন্ন না করার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণক নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৪

শিরোনাম: ইনস্টিটিউট এর তহবিল হতে উন্নয়ন কর্মসূচীর বিল বাবদ অনিয়মিতভাবে ৫,৯৭,৭০৬/- (পাঁচ লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশত ছয়) টাকা পরিশোধ।

বিবরণ:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা এর ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালে ইনস্টিটিউট এর রাজস্ব তহবিল হতে উন্নয়ন কর্মসূচীর বিল বাবদ অনিয়মিতভাবে ৫,৯৭,৭০৬/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

- নিরীক্ষাকালে (বিজেআরআই) এর গবেষণা সরঞ্জামাদির (৪১১২৩০৬) খাতের বিল-ভাউচার যাচাইকালে দেখা যায় যে, বিজেআরআই এর কার্যাদেশ নং- ১২.২৩.২৬৮০.০০৬.০৭.০৭৫.১৮/৪৮৬১ তারিখ ২৪/৬/২০১৯ খ্রিঃ মোতাবেক ই-জিপিতে ওটিএম পদ্ধতিতে "Appilication of Enzyme Technology For Improvement of Jute Fibre and Jute Based Product" শীর্ষক কর্মসূচীর আওতায় Procurement of Equipment for Application of Enzyme Technology for Improvement of Jute Fibre and Jute Based Product (ID-321014) ক্রয়ের জন্য Overseas Marketing Corporation (Pvt) Ltd. Unique trade centre, 15th Level 8 panthapath, Dhaka-1215 কে ৪৯,২৪,০০০/- টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কর্মসূচীর তহবিল হতে ৪৩,২৬,২৯৪/- টাকা পরিশোধ করা হয়। অবশিষ্ট ৫,৯৭,৭০৬/- টাকা ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ইনস্টিটিউট এর তহবিল হতে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-৪ (বাজেট) অধিশাখা এর স্মারক নং-১২.০০.০০০০.০২২.৩৬.০৭৯.১৯-৪৬৩ তারিখ ১/৮/২০১৯ খ্রিঃ বরাদ্দপত্রের শর্তাবলী ২ এর (৩) মোতাবেক বিভাজনকৃত অর্থ অনুমোদিত খাত ব্যতীত অন্য কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্ত লঙ্ঘন করে ৫,৯৭,৭০৬/- টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।
- নিরীকালীন সময়ে জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক হিসবে দায়িত্বে ছিলেন ।
- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ৪.১

অনিয়মের কারণঃ

বরাদ্দপত্রের শর্ত লঙ্ঘন।

স্থানীয় অফিসের জবাব :

সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ সংস্থার রাজস্ব তহবিল হতে কর্মসূচীর কাজে অর্থ পরিশোধ করার কোন সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ এবং অনুমোদন প্রদানের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৫

শিরোনাম : পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বিভিন্ন কাজের বিপরীতে অগ্রিম বাবদ পরিশোধিত ৭,৩৭,৪৮৬/- (সাত লক্ষ সাইত্রিশ হাজার চারশত ছিয়াশি) টাকা সমন্বয় করা হয়নি।

বিবরণ:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা এর ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বিভিন্ন কাজের বিপরীতে অগ্রিম বাবদ পরিশোধিত ৭,৩৭,৪৮৬/- টাকা সমন্বয় করা হয়নি।

- নিরীক্ষাকালে ২০১৯-২০ আর্থিক সালের অগ্রিম সমন্বয়ের রেজিস্টার ও আনুষঙ্গিক নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত কার্যালয়ের বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন কাজের নামে অগ্রিম ৭,৩৭,৪৮৬/- টাকা অসমন্বয় রয়েছে। নিরীক্ষাকালে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন কাজের বিপরীতে প্রদত্ত অগ্রিমের রেজিস্টার হতে দেখা দেখা যায়, সুদীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও প্রদত্ত অগ্রিমসমূহ সমন্বয় করা হয়নি।

- আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ এর বিধি ৩৮(ঙ) অনুযায়ী অগ্রিম গ্রহণের ২ মাসের মধ্যে অথবা ৩০শে জুন তারিখের মধ্যেই সমন্বয় করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায়, গৃহীত অগ্রিমসমূহ সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হলেও সমন্বয় করা হয়নি। যা আর্থিক শৃংখলার পাশাপাশি আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি ২০১৫ এর পরিপন্থি। সমন্বয়কৃত বিল/ভাউচার না পাওয়ার কারণে উক্ত ব্যয়ের সঠিকতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

- নিরীকালীন সময়ে জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক হিসবে দায়িত্বে ছিলেন ।

- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ৫.১

অনিয়মের কারণঃ

আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ এর বিধি ৩৮(ঙ) প্রতিপালন না করা।

স্থানীয় অফিসের জবাব :

অগ্রিম গৃহীত উক্ত পরিমাণ অর্থের সমন্বয় প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তীতে দাখিল করা হবে। অত্র দপ্তরে সমন্বয়গুলো পাওয়া যাবে বলে প্রতীয়মান হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারন জবাবে অগ্রিম সমন্বয় প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তীতে দাখিল করা হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। ডেলিগেশন অব ফিনান্সিয়াল পাওয়ার /২০১৫ বিধি ৩৮(ঙ)এর আদেশ লংঘনের ফলে আর্থিক শৃংখলার ব্যত্যয় হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

যথা সময়ে অগ্রিম সমন্বয় না করা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক অগ্রিমসমূহ সমন্বয় সাধনপূর্বক প্রমাণক অডিট অফিসে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৬

শিরোনাম: সংস্থার বহির্ভুত কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরি বাবদ ৩,৪৮,৬২৫/- (তিন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত পঁচিশ) টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।

বিবরণ :

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা এর ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালে সংস্থার বহির্ভুত কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরী বাবদ ৩,৪৮,৬২৫/- টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

- মহাপরিচালক, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা এর শ্রমিক মুজরির পরিশোধিত বিল-ভাউচার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নথিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ে নিয়োজিত ০২ (দুই) জন কর্মচারীর মজুরি বিল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে প্রণয়ন পূর্বক বিল পরিশোধের নিমিত্তে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) প্রেরণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান (বিজেআরআই) তাদের বরাদ্দ হতে মজুরি বাবদ বিল পরিশোধ করে।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, জনাব বাঙ্গারী মাহেশ, অনিয়মিত শ্রমিক (পরিচ্ছন্নতা কর্মী) হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-২ অধিশাখায় ও জনাব আক্কাস আলী, অফিস সহায়ক, কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা-১ শাখায় নিয়মিত শ্রমিক হিসাবে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) হতে অনিয়মিতভাবে মজুরী পরিশোধ করা হচ্ছে।

- কৃষি ফার্ম শ্রমিক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী, কৃষি শ্রমিক (নিয়মিত ও অনিয়মিত) বলতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার গবেষণা খামার/বীজ উৎপাদন খামার, বীজ প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র, নার্সারি (ফলদ ও বনজ), হর্টিকালচার সেন্টার/উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, ফল, সবজি, অন্যান্য ফসল তথা কৃষি পণ্য উৎপাদন খামারে নিয়োজিত শ্রমিককে বোঝাবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ে কর্মরত নিয়মিত ও অনিয়মিত শ্রমিক দেখিয়ে মজুরি পরিশোধ করার কোন সুযোগ নেই।

- নিরীকালীন সময়ে জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক হিসবে দায়িত্বে ছিলেন ।

- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ৬.১

অনিয়মের কারণ:

কৃষি ফার্ম শ্রমিক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ২০১৭ এর লংঘন।

স্থানীয় অফিসের জবাব :

বিজেআরআই এর স্বার্থে মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক দুই জন শ্রমিককে পারিশ্রমিক বাবদ উক্ত অর্থ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণকরতঃ পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ কৃষি ফার্ম শ্রমিক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ে কর্মরত নিয়মিত ও অনিয়মিত শ্রমিক দেখিয়ে মজুরি পরিশোধ করার কোন সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৭

শিরোনাম : ইনস্টিটিউট এর তহবিল হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জীবন বীমার পলিসির প্রিমিয়াম বাবদ অনিয়মিতভাবে ১৮,৭২,০০০/- (আঠার লক্ষ বাহাত্তর হাজার) টাকা পরিশোধ।

বিবরণ :

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা এর ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালে ইনস্টিটিউট এর তহবিল হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জীবন বীমার পলিসির প্রিমিয়াম বাবদ অনিয়মিতভাবে ১৮,৭২,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে ।

- পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর জীবন বীমা সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, ক্যাশ বহি, ব্যাংক বিবরণী ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জীবন বীমার পলিসির প্রিমিয়াম বাবদ ১৮,৭২,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য কোন অর্থবছর থেকে এ ধরনের জীবন বীমার পলিসির অর্থ প্রদান শুরু হয়েছে তা নিরুপন করা সম্ভব হয়নি।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন চেকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট হিসাব নং- ৩৪০৬৫৮৬৭ তে সোনালী ব্যাংক লিঃ লালমাটিয়া শাখায় মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে জীবন বীমা পলিসির প্রিমিয়াম হিসেবে স্থানান্তর করা হয় এবং উক্ত হিসাব হতে জীবন বীমার পলিসির প্রিমিয়াম দেওয়া হয়। জীবন বীমা পলিসির প্রিমিয়াম বাবদ অর্থ ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধযোগ্য। তাছাড়া বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ তে জীবন বীমার পলিসির প্রিমিয়াম পরিশোধের কোন বিষয় উল্লেখ নেই। এক্ষেত্রে সংস্থার তহবিল হতে জীবন বীমার পলিসির প্রিমিয়াম বাবদ অনিয়মিতভাবে ১৮,৭২,০০০/- টাকা পরিশোধের কোন সুযোগ নেই ।

- নিরীকালীন সময়ে জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক হিসবে দায়িত্বে ছিলেন।

- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ৭.১।

অনিয়মের কারণঃ

পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ তে জীবন বীমার পলিসির প্রিমিয়াম পরিশোধের কোন বিষয় উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও পরিশোধ।

স্থানীয় অফিসের জবাব :

বিজেআরআই এর নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের স্বার্থে উত্থাপিত আপত্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের এবং বিজেআরআই এর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এবং নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব দেওয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ জীবন বীমার পলিসির প্রিমিয়াম বাবদ অর্থ ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধযোগ্য। ইনস্টিটিউট এর তহবিল হতে প্রদানের কোন সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

তাৎক্ষনিকভাবে সংস্থার তহবিল হতে প্রিমিয়ামের অর্থ প্রদান বন্ধ করত: অনিয়মিতভাবে জীবন বীমার পলিসির প্রিমিয়াম বাবদ অর্থ পরিশোধের বিস্তারিত যাচাইয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূবক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো ।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৮

শিরোনাম : পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন না করে অনিয়মিতভাবে ১,৯৭,২৫০/- (এক লক্ষ সাতানব্বই হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকার কার্যাদেশ প্রদান।

বিবরণ:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা এর বাস্তবায়নাধীন জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প অফিসের ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন না করে অনিয়মিতভাবে ১,৯৭,২৫০/- টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়ের জন্য আগ্রহী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আরএফকিউ পদ্ধতিতে কোটেশন আহবান করা হয় এবং সর্বশেষ সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় ১৯/১১/২০১৯ ইং তারিখ বেলা ৪.৩০ মিঃ পর্যন্ত। কিন্তু নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, কোটেশন মূল্যায়ন এবং ক্রয়াদেশ বা কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ১৮/১২/২০১৯ তারিখে। পিপিআর-২০০৮ এর ৭৩(১) বিধি অনুযায়ী কোটেশন মূল্যায়ন এবং ক্রয়াদেশ বা কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সীলগালা করা খামে বা অন্যভাবে প্রাপ্ত সকল কোটেশন উহা দাখিলের জন্য সর্বশেষ সময়সীমার পর ঐ তারিখেই দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি বিধি ৯৮ এর বিধান অনুসারে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করিবে। এক্ষেত্রে পিপিআর বিধি লঙ্ঘন করে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ১৯/১১/২০১৯ ইং তারিখের পরিবর্তে ১৮/১২/২০১৯ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন করে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান Asha Trade Internaional কে ১,৯৭,২৫০/- টাকার কার্যাদেশ প্রদান করে যা পিপিআর এর বিধির লঙ্ঘন।

- নিরীকালীন সময়ে জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক হিসবে দায়িত্বে ছিলেন।
- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ৮.১

অনিয়মের কারণঃ

পিপিআর-২০০৮ এর ৭৩(১) বিধি লঙ্ঘন।

স্থানীয় অফিসের জবাব :

সংশ্লিষ্ট TEC এর সাথে আলোচনা এবং নথিপত্র পর্যালোচনা করে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ পিপিআর-২০০৮ বিধি ৭৩(১) অনুযায়ী প্রাপ্ত সকল কোটেশন দাখিলের জন্য সর্বশেষ সময়সীমার পর ঐ তারিখেই দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি বিধি মোতাবেক পরীক্ষা ও মূল্যায়ন না করায় উপরোক্ত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৯

শিরোনাম: নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করা/কম কর্তন করায় সরকারের ১,৮৫,১২৬/- (এক লক্ষ পঁচাশি হাজার একশত ছাব্বিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা এর বাস্তবায়নাধীন পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্প অফিসের ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করা/কম কর্তন করায় সরকারের ১,৮৫,১২৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

- নিরীক্ষাকালে কেমিক্যাল, রিএজেন্ট ও কীটস এবং মেরামত খাতের পরিশোধিত বিভিন্ন বিল-ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করা/কম কর্তন করায় সরকারের ১,৮৫,১২৬/-টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৮৬-আইন/২০১৯/৪৩-মূসক তারিখ ১৩/০৬/২০১৯ খ্রিঃ মোতাবেক সেবা কোড এস ০৩৭:০০ এর বিপরীতে কেমিক্যাল, রিএজেন্ট ও কীটস সরবরাহের বিল হতে ৭.৫% এবং সেবা কোড এস ০৩১.০০ এর বিপরীতে মেরামত ও সার্ভিসিং এর বিল হতে ১০% মূসক কর্তনের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি, ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- নিরীকালীন সময়ে জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক হিসবে দায়িত্বে ছিলেন।

- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ৯.১

অনিয়মের কারণঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৮৬-আইন/২০১৯/৪৩-মূসক তারিখ ১৩/০৬/২০১৯ খ্রিঃ এর সেবা কোড এস ০৩৭.০০ ও সেবা কোড এস ০৩১.০০ এর লঙ্ঘন।

স্থানীয় অফিসের জবাব :

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন করা আবশ্যক। কম কর্তন করার সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমার স্বপক্ষে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১০

শিরোনাম : আরডিপিপিতে মেশিনারি খাতে কোন বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও অন্য খাত হতে পিসিআর মেশিন ক্রয় বাবদ ৪,২০,০০০/- (চার লক্ষ বিশ হাজার) টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।

বিবরণ:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা এর বাস্তবায়নাধীন পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্প অফিসের ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালে আরডিপিপিতে আরডিপিপিতে মেশিনারি খাতে কোন বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও অন্য খাত হতে পিসিআর মেশিন ক্রয় বাবদ ৪,২০,০০০/- টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

- নিরীক্ষাকালে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্পের আরডিপিপি, মেশিনারি খাতের পরিশোধিত বিল-ভাউচার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোটেশনের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের জন্য স্মারক নং-বিজেআরআই/বিএরজে-৩৭০/২০১৭ তারিখ ১৭/০৬/২০২০ খ্রি: এ প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য একটি Thermal cycler with Gradient (PCR) মেশিন ক্রয়ের জন্য ঠিকাদার Overseas Marketing Corporation (Pvt) Ltd. কে ৪,২০,০০০/- টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মেশিনারি খাতে কোন টাকা বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও পিসিআর মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। মেশিনারি কোড নং-৪১১২৩০৩ তে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কোন বরাদ্দ নেই। কিন্তু কর্তৃপক্ষ খাত পরিবর্তন করে গবেষণা খাত (৩২৫৭১০৩) থেকে পিসিআর মেশিন ক্রয় দেখিয়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Overseas Marketing Corporation (Pvt) Ltd. কে ৪,২০,০০০/- টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করেছে।

- আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ এর বিধি ৩৮(খ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ডিপিপি/টিপিপিতে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য/আইটেম অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এবং এর বিপরীতে বাজেট বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে অর্থ ব্যয় করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর ব্যত্যয় ঘটিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- নিরীকালীন সময়ে জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক হিসবে দায়িত্বে ছিলেন।
- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ১০.১ সংযুক্ত]

অনিয়মের কারণঃ

আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ এর বিধি ৩৮(খ) প্রতিপালন না করা।

স্থানীয় অফিসের জবাব :

প্রকল্পের আরডিপিপি এবং অন্যান্য কাগজপত্র দেখে পরবর্তীতে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আরডিপিপিতে মেশিনারি খাতে বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও অন্য খাত থেকে বিল পরিশোধ করায় উপরোক্ত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অনিয়মিত বিল পরিশোধ এবং অনুমোদন প্রদানের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে জবাবসহ প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসকে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১১

শিরোনাম: পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ৪,০৭,২০০/- (চার লক্ষ সাত হাজার দুইশত) টাকার এয়ার কন্ডিশনার মেরামত ।

বিবরণ:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা এর বাস্তবায়নাধীন পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্প অফিসের ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ৪,০৭,২০০/- টাকার এয়ার কন্ডিশনার মেরামত করা হয়েছে।

- নিরীক্ষাকালে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্পের এয়ার কন্ডিশনার মেরামত খাতের বিল-ভাউচার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মেরামত খাত থেকে এয়ার কন্ডিশনারের মেরামতের নিমিত্তে ক্রয় ও সার্ভিসিং কাজে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় ও সার্ভিসিং কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান Shark Ltd. এর কাছ থেকে এয়ার কন্ডিশনার মেরামত ও সার্ভিসিং কাজের দর গ্রহণ করে স্মারক নং- বিজেআরআই/বিএরজে-১৮৩(১)/২০২০/২২০ তারিখ ০৪/০৫/২০২০ খ্রি: মোতাবেক উক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ৪,০৭,২০০/- টাকার কার্যাদেশ প্রদান করে।

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭৬(গ) অনুযায়ী যে সকল পণ্য কোন একক ডিলার বা উৎপাদনকারী কর্তৃক বিক্রয় করা হয় এবং যাহার এমন কোন সাব-ডিলার নাই যাহারা নিম্নতর মূল্যে উক্ত পণ্য বিক্রয় করিতে পারে বা অধিকতর সুবিধাজনক শর্তে উহার উপযুক্ত কোন বিকল্প পণ্য প্রাপ্তির সুযোগ নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান উপর্যুক্ত কাজের জন্য একক উৎপাদনকারী/সার্ভিসিং প্রতিষ্ঠান নয়।

- নিরীকালীন সময়ে জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক হিসবে দায়িত্বে ছিলেন।

- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ১১.১

অনিয়মের কারণঃ

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭৬(গ) এর লঙ্ঘন।

স্থানীয় অফিসের জবাব :

প্রকল্পের আরডিপিপি এবং অন্যান্য কাগজপত্র দেখে পরবর্তীতে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ না করে প্রতিযোগিতমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা শ্রেয় ছিল। কেননা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান একক উৎপাদনকারী/সার্ভিসিং প্রতিষ্ঠান নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১২

শিরোনাম : ডিপিপিতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোন বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও ১৩,৬৪,৯৩০/- (তের লক্ষ চৌষট্টি হাজার নয়শত ত্রিশ) টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয়।

বিবরণ:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা এর বাস্তবায়নাধীন জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি) এর গবেষণা জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্প অফিসের ২০১৯-২০ আর্থিক সালে ডিপিপিতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোন বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও ১৩,৬৪,৯৩০/- টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

- নিরীক্ষাকালে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার প্রকল্পের ডিপিপি ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ খাতের বিল-ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের ০২ জন বিজ্ঞানী জনাব ড. মো: আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক (জুট-টেক্স) চলতি দায়িত্ব ও প্রকল্প পরিচালক এবং মো: মিনহাজ উদ্দিন জোবায়ের সিএসও, চলতি দায়িত্ব ও উপপ্রকল্প পরিচালক, (জেটিপিডিসি উইং) চীনে এবং অপর ০২ জন বিজ্ঞানী জনাব মো: মাহবুবুল আলম, এসএসও (জেটিপিডিসি উইং) এবং জান্নাতুল বাকী মোল্লা, এসও (জেটিপিডিসি উইং) ভারত সফর করেন এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ মোট ১৩,৬৪,৯৩০/- টাকা ব্যয় করা হয়।
- ২০১৯-২০ আর্থিক সালে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ ডিপিপিতে কোন বরাদ্দ ছিলনা। নিরীক্ষা চলাকালীন প্রকল্প পরিচালক আরডিপিপিএর কোন কপি নিরীক্ষায় উপস্থাপন করতে পারেনি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ডিপিপি সংশোধন ব্যতিরেকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ ১৩,৬৪,৯৩০/- টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।
- নিরীকালীন সময়ে জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক হিসবে দায়িত্বে ছিলেন।
- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ১২.১

অনিয়মের কারণঃ

ডিপিপিতে বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও বিল পরিশোধ।

স্থানীয় অফিসের জবাব :

পরবর্তীতে ব্রডশীট আকারে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ ডিপিপিতে সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ বিল পরিশোধের কোন সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

ডিপিপিতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাবদ বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ব্যয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৩

শিরোনাম : বিভিন্ন কোডে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ৯,৬৬,০৬৭/- (নয় লক্ষ ছেষট্টি হাজার সাতষট্টি) টাকা ব্যয়।

বিবরণ:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা এর ২০১৯-২০২০ আর্থিক সালে বিভিন্ন কোডে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ৯,৬৬,০৬৭/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

- মহাপরিচালক, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা এর বাজেট বরাদ্দ, প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, বিভিন্ন কোডে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ৯,৬৬,০৬৭/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় এর প্রশাসন-৪ (বাজেট) অধিশাখা স্মারক নং ১২.০০.০০০০.০২২.৩৬.০৭৯.১৯-৪৬৩ তাং ০১/০৮/২০১৯ খ্রি. শর্তাবলীর ক্রমিক নং ০৭ এর নির্দেশ অনুযায়ী বছরের শেষে এসে কিস্তিতে প্রাপ্য বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না।

- নিরীকালীন সময়ে জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক হিসবে দায়িত্বে ছিলেন।

- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ১৩.১ সংযুক্ত]

অনিয়মের কারণঃ

বরাদ্দপত্রের শর্ত লঙ্ঘন।

স্থানীয় অফিসের জবাব :

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণকরতঃ চাহিদা মোতাবেক বাজেটের মধ্যে সংগতি রেখে ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে নথিপত্র পর্যালোচনা করে জবাব দেওয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের কোন প্রমাণক নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সংক্রান্ত প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৪

শিরোনাম : সংস্থার আইনে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও চার্টার্ড একাউনটেন্ট (সিএ) ফার্ম দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়নি।

বিবরণ:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা এর ২০১৯-২০ আর্থিক সালে সংস্থার আইনে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও চার্টার্ড একাউনটেন্ট (সিএ) ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়নি।

- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। Bangladesh Jute Research Institute Act 1974 (Act No xiii of 1974) রহিত পূর্বক সময়োপযোগী করে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৭ প্রবর্তন করা হয়।
- যেহেতু বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, উক্ত আইনের ধারা ১৩ অনুযায়ী উক্ত সংস্থার তহবিল সংরক্ষিত হয়। যেখানে
  ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান
  খ) গৃহীত ঋণ
  গ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান
  ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন দেশি বা বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান
  ঙ) ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উৎস হইতে আয় এবং
  চ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ অন্তভূর্ক্ত।
- বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ১৫(১) মোতাবেক ইনস্টিটিউট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং ক্রমিক নং ১৫(৪) অনুযায়ী Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973) এর article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
- কিন্তু স্থানীয় প্রতিষ্ঠান অধ্যাবধি হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত এবং চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করেনি যা উক্ত আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
- নিরীকালীন সময়ে জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক হিসবে দায়িত্বে ছিলেন।

অনিয়মের কারণঃ

পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ এর ক্রমিক নং ১৫(১) এবং ১৫(৪) এর লঙ্ঘন।

স্থানীয় অফিসের জবাব :

আর্থিক ব্যবস্থাপনা সিএ ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করা হয় না।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক। পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ এর ক্রমিক নং ১৫(১) অনুযায়ী হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং ১৫(৪) অনুযায়ী চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা সম্পাদন করা উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তা করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আইন থাকা সত্ত্বেও তা বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।

দ্বিতীয় অংশ
(পরিশিষ্টসমূহ)

অনুচ্ছেদ ০১
পরিশিষ্ট ১.১

পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা
আর্থিক সন : ২০১৯-২০২০
প্রশাসনিক অনুমোদনের অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে পরিশোধ করার বিবরণী

বিল/ভাউচার নং ও তারিখ	চেক নং	ঠিকাদার	কার্যাদেশ নং ও তাং	প্রশাসনিক অনুমোদন	দরপত্র আহবান	দাখিলকৃত দর	পরিশোধিত টাকা
৪৩৫০ ৩০/০৬/২০	৫৭২৮৭১৫	H.K. Traders	১২.২৩.২৬৮০.০০৬.০৭ .১২০.১৯/৪২৩০(১-১১) ২৫/০৫/২০২০	৫,০০,০০০	৯,০০,৮৬৫	৭,৯৮,৭৮৬	৭,১৮,১১৮
						মোট	৭,১৮,১১৮/-

নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক।

অনুচ্ছেদ ০২
পরিশিষ্ট ২.১

পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা
আর্থিক সন : ২০১৯-২০২০
নিজস্ব আয়ের টাকা কোষাগারে জমা/বাজেটে অন্তর্ভুক্ত না করার বিবরণী:

খাতের নাম	নিজস্ব আয়ের হিসাব নং	পরিচালনা কোড নং	চলতি হিসাব নং	জমাকৃত টাকার পরিমাণ ও তারিখ	৩০ শে জুনে অব্যয়িত টাকার পরিমাণ
নিজস্ব আয়	৪৪১৬৪৩০০৬৬৯৮ সোনালী ব্যাংক লালমাটিয়া শাখা	১৩১০১৫২০০	৩৩০০৭৩৩৩ সোনালী ব্যাংক লালমাটিয়া শাখা	২,০০,০০,০০০ ২৯/০৬/২০২০	১৮,৯৪,৪৮৩/-
				মোট	১৮,৯৪,৪৮৩/-

নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক।

পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা
আর্থিক সন : ২০১৯-২০২০

অনুচ্ছেদ ০৩
পরিশিষ্ট ৩.১

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লংঘন করে নন-রেসপনসিভ ঠিকাদারকে রেসপনসিভ ঘোষণা কার্যাদেশ প্রদান করার বিবরণী

বিল/ভাউচার নং ও তারিখ	চেক নং ও তারিখ	কোড নং	বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকা
৪২৪২ ৩০/০৬/২০	৫৭২৮৬০৯ ৩০/০৬/২০	৪১১১৩১৭	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	M/s NMM Enterprise	১২.২৩.০০০০.০০৭.৪৩.২৭১.১৯.২৬৯২(১-১৩) ০৭/০১/২০২০	৮,২৮,৩৫৯
					মোট	৮,২৮,৩৫৯/-

নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক।

টিইসি কমিটির বিবরণ:

ক্রমিক নং	নাম	টিইসি কমিটিতে ভূমিকা	পদবী	অফিসের নাম	মন্তব্য
১	জনাব ড. মাহবুবুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	সিএসও	পরিচালক এডমিন এবং অর্থ	
২	জনাব ড. এইচ এম জাকির হোসেন	সদস্য	পিএসও	জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি) এর গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প	
৩	জনাব ফাহমিদা সুলতানা	সদস্য সচিব	প্রোগ্রামার	পরিচালক এডমিন এবং অর্থ	

পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা
আর্থিক সন : ২০১৯-২০২০

অনুচ্ছেদ ০৪
পরিশিষ্ট ৪.১

সংস্থার রাজস্ব তহবিল হতে উন্নয়ন কর্মসূচীর বিল বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করার বিবরণী

বিল/ভাউচার নং ও তারিখ	কোড নং	চেক নং ও তাং	বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	পরিশোধিত টাকা
৪২৭৪ ৩০/০৬/২০	৪১১২৩০৬	৫৭২৮৬৪০ ৩০/৬/২০	গবেষণা সরঞ্জামাদি	Overseas Marketing Corporation (Pvt) Ltd.	১২.২৩.২৬৮০.০০৬.০৭.০৭৫.১৮./৪৮৬১ (১-৭) ২৪/০৬/১৯	৫,৯৭,৭০৬
					মোট	৫,৯৭,৭০৬/-

নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক।

পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা

আর্থিক সন : ২০১৯-২০২০

পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বিভিন্ন কাজের বিপরীতে অগ্রিম বাবদ টাকা সমন্বয় না করার বিবরণী

অনুচ্ছেদ ০৫
পরিশিষ্ট ৫.১

নং	নাম ও পদবী	বিল নং	খাত/কোড নং	টাকার পরিমান
১)	মোঃ মঞ্জুর হাসান সহকারী পরিচালক (রাজস্ব)	০৩	৩২৫৮১০১ (মোটরযান)	৬,২০০/-
২)	মোঃ মঞ্জুর হাসান সহকারী পরিচালক (রাজস্ব)	১৬	৩২৫৮১০১ (মোটরযান)	২৪,৯০০/-
৩)	মোঃ মঞ্জুর হাসান সহকারী পরিচালক (রাজস্ব)	২০	৩২৫৮১০১ (মোটরযান)	৬,০২২/৫০
৪)	মোঃ মঞ্জুর হাসান সহকারী পরিচালক (রাজস্ব)	২১	৩২৫৮১০১ (মোটরযান)	৬,০২২/৫০
৫)	মোঃ মঞ্জুর হাসান সহকারী পরিচালক (রাজস্ব)	২৩	৩২৫৮১০১ (মোটরযান)	৬,০২২/৫০
৬)	মোঃ মঞ্জুর হাসান সহকারী পরিচালক (রাজস্ব)	২৪	৩২৫৮১০১ (মোটরযান)	১১,১৬৯/-
৭)	আশরাফুল আলম সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	১০	৩২৫৮১০৫ (অন্যান্য যন্ত্রপাতি)	২৫,০০০/-
৮)	মোঃ মোবারক আলী সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার	১১	৩২৫৮১০৫ (অন্যান্য যন্ত্রপাতি)	৯,০০০/-
৯)	মোঃ মফিজুল ইসলাম, এফএ	১৮	৩২৫৮১০৫, (অন্যান্য যন্ত্রপাতি)	৬,০০০/-
১০)	মোঃ মোশারফ হোসেন নিরাপত্তা কর্মকর্তা	২১	৩২৫৮১০৫ (অন্যান্য যন্ত্রপাতি)	১৫,০০০/-
১১)	আসমা আক্তার রুমা পিআরও	৮৯	৩২১১১০৬ (আপ্যায়ন)	১,০৪০/-
১২)	আসমা আক্তার রুমা পিআরও	৯১	৩২১১১০৬ (আপ্যায়ন)	৩,৫২০/-
১৩)	মোশারফ হোসেন এসও	০৯	৩২৫৫১০৫ (অন্যান্য মনিহারী)	৬৭০/-
১৪)	আবুল বাশার ভূইয়া সহকারী পরিচালক (সাধারণ সেবা)	৮৪	৩২৫৬১০৫ (কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ)	৩,৩০০/-
১৫)	আশরাফুল আলম সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	০৫	৩২৫৮১০৮ (অন্যান্য ভবন)	২৪,৯৪০/-
১৬)	আশরাফুল আলম সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	০৮	৩২৫৮১০৮ (অন্যান্য ভবন)	২৪,৮০০/-
১৭)	আশরাফুল আলম সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	১০	৩২৫৮১০৮ (অন্যান্য ভবন)	২৪,৭০০/-
১৮)	আশরাফুল আলম সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	১২	৩২৫৮১০৮ (অন্যান্য ভবন)	৪,২৫০/-
১৯)	আশরাফুল আলম সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	১৩	৩২৫৮১০৮ (অন্যান্য ভবন)	১১,২৭০/-
২০)	আশরাফুল আলম সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	১৪	৩২৫৫১০১ (কম্পিউটার সামগ্রী)	৫,৫০০/-
২১)	আবুল বাশার ভূইয়া সহকারী পরিচালক (সাধারণ সেবা)	০৫	৩২৫৬১০২ (রাসায়নিক)	২৪,৮০০/-
২২)	আবুল বাশার ভূইয়া	০৬	৩২৫৬১০২	৮,০০০/-

	সহকারী পরিচালক (সাধারণ সেবা)		(রাসায়নিক)	
২৩)	আবুল বাশার ভূইয়া সহকারী পরিচালক (সাধারণ সেবা)	০৪	৩২৫৭৩০১ (অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি)	২২,০০০/-
২৪)	আবুল বাশার ভূইয়া সহকারী পরিচালক (সাধারণ সেবা)	০৫	৩২৫৭৩০১ (অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি)	৩৫,৫০০/-
২৫)	আশফাকুর রহমান সহকারী পরিচালক (উন্নয়ন)	০৭	৩২৫৭৩০১ (অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি)	৯৮,৭৮০/-
২৬)	আবুল বাশার ভূইয়া সহকারী পরিচালক (সাধারণ সেবা)	০৮	৩২৫৭৩০১ (অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি)	২৫০০০/-
২৭)	মোঃ মিরাজ শরীফ উচ্চমান সহকারী	৫৯	৩১১১৩৩২ (সম্মানি)	৪,২০০/-
২৮)	মোঃ মিরাজ শরীফ উচ্চমান সহকারী	৬০	৩১১১৩৩২ (সম্মানি)	৪,২০০/-
২৯)	মোঃ মিরাজ শরীফ উচ্চমান সহকারী	৬১	৩১১১৩৩২ (সম্মানি)	৪,২০০/-
৩০)	আবুল বাশার ভূইয়া সহকারী পরিচালক (সাধারণ সেবা)	৬৩	৩১১১৩৩২ (সম্মানি)	১,০৮০/-
৩১)	মোঃ মিরাজ শরীফ উচ্চমান সহকারী	৬৫	৩১১১৩৩২ (সম্মানি)	৭,২০০/-
৩২)	মোঃ মিরাজ শরীফ উচ্চমান সহকারী	৭০	৩১১১৩৩২ (সম্মানি)	৪,২০০/-
৩৩)	মো: খায়রুল হাসান প্রধান এসও	০৪	৩২৩১২০১ (প্রশিক্ষণ ব্যয়)	৯৫,৮০০/-
৩৪)	আবুল বাশার ভূইয়া সহকারী পরিচালক (সাধারণ সেবা)	৩৫	৩২১১১০৯ (শ্রমিক মজুরী)	২৫,০০০/-
৩৫)	আবুল বাশার ভূইয়া সহকারী পরিচালক (সাধারণ সেবা)	৩৬	৩২১১১০৯ (শ্রমিক মজুরী)	১৫,০০০/-
৩৬)	আবুল বাশার ভূইয়া সহকারী পরিচালক (সাধারণ সেবা)	৪৪	৩২১১১০৯ (শ্রমিক মজুরী)	১০,৫০০/-
৩৭)	আবুল বাশার ভূইয়া সহকারী পরিচালক (সাধারণ সেবা)	৪৬	৩২১১১০৯ (শ্রমিক মজুরী)	১৯,০০০/-
৩৮)	ড. নার্গিস আক্তার, সিএসও	৪৮	৩২১১১০৯, (শ্রমিক মজুরী)	৯,৪০০/-
৩৯)	আবুল বাশার ভূইয়া সহকারী পরিচালক (সাধারণ সেবা)	৪৯	৩২১১১০৯ (শ্রমিক মজুরী)	১৫,২০০/-
৪০)	আশরাফুল আলম সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	০৪	৩২৫৮১০৬ (আবাসিক ভবন)	১৯,৯৭০/-
৪১)	মোঃ বাহার উদ্দিন সি.মেশিন অপাঃ	৩৮	৩২৫৮১০৬ (আবাসিক ভবন)	২১,২৫৫/-
৪২)	আশরাফুল আলম সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৪৬	৩২৫৮১০৬ (আবাসিক ভবন)	১২,৯১০/-
৪৩)	ড. মোঃ জাকির হোসেন, এসএসও	০৬	৩২৪৩১০১, (পেট্রোল লুব্রিক্যান্ট)	৯,৯৬৪/৫০
৪৪)	মোঃ মঞ্জুর হাসান সহকারী পরিচালক (রাজস্ব)	১১	৩২৪৩১০১ (পেট্রোল লুব্রিক্যান্ট)	২৫,০০০/-
			মোট	৭,৩৭,৪৮৬/-

কথায়ঃ (সাত লক্ষ সাইত্রিশ হাজার চারশত ছিয়াশি টাকা মাত্র)

নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক।

পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা
আর্থিক সন : ২০১৯-২০২০
সংস্থার বহির্ভুত শ্রমিকের মজুরি অনিয়মিতভাবে পরিশোধকরার বিবরণী

অনুচ্ছেদ ০৬
পরিশিষ্ট ৬.১

নাম	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	উৎসব ভাতা	পরিশোধিত
জনাব বাংগারী মাহেষ	----	১৪৭২৫	১৪২৫০	১৪৭২৫	১৪২৫০	১৪৭২৫	১৪৭২৫	১৩৭২৫	১৪৭২৫ ৯৫০০	১৪২৫০	১৪৭২৫	১৪২৫০	১৪২৫০	১৮২৮২৫
জনাব আক্কাস আলী	১৫৫০০	১৫৫০০	১৪৭০০	-----	------	১৫২০০	১৫২০০	১৪২০০	------	১৫০০০	১৫৫০০	১৫০০০	৩০০০০	১৬৫৮০০
													মোট	৩,৪৮,৬২৫/-

নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক।

পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা
আর্থিক সন : ২০১৯-২০২০

অনুচ্ছেদ ০৭
পরিশিষ্ট ৭.১

সংস্থার তহবিল হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জীবন বীমার পলিসির প্রিমিয়াম বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করার বিবরণী

বিবরণ	অর্থ বছর	চেক নং ও তাং	হিসাব নং	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ
জীবন বীমার পলিসির প্রিমিয়াম পরিশোধ	২০১৪-১৫	৭৪১০৯৩৬ ১৮/৬/১৪	৩৪০৬৫৮৬৭	১,৫০,০০০
		৭৪১০৯৩৭ ২৮/৮/১৪		১,৫০,০০০
		৭৪১০৯৩৮ ২০/১০/১৪		৩১,৫০০
	২০১৫-১৬	২৫৭৪৭৬৩ ২৫/৬/১৫		১,৫০,০০০
		২৫৭৪৭৬৪ ৩১/৮/১৫		১,৭২,৫০০
	২০১৬-১৭	২৫৭৪৭৬৫ ২১/৬/১৬		১,৫০,০০০
		২৫৭৪৭৬৭ ২১/৮/১৬		১,৪৪,৭৫০
	২০১৭-১৮	৪২৮০৫৩২ ১৯/৬/১৭		১,৮০,০০০
		৪২৮০৫৩৩ ২০/১২/১৭		১,২৩,০০০
	২০১৮-১৯	৪২৮০৫৩৫ ২৬/৬/১৮		২,০০,০০০
		৪২৮০৫৩৬ ২৫/৭/১৮		১,২১,০০০
	২০১৯-২০	৪২৮০৫৩৮ ২৭/৬/১৯		২,০০,০০০
		৪২৮০৫৩৯ ১/৮/১৯		৯৯,২৫০
			মোট =	১৮,৭২,০০০/-

নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক।

পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা

অনুচ্ছেদ ০৮
পরিশিষ্ট ৮.১

আর্থিক সন : ২০১৯-২০২০

(জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প)

পিপিআর এর শর্ত লঙ্ঘন করে কার্যাদেশ প্রদান করার বিবরণী

বিল/ভাউচার নং ও তারিখ	চেক নং	কোড নং	বিবরণ	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	কার্যাদেশ নং ও তাং	পরিশোধিত টাকা
২২৫ ২৫/২/২০	৯০৮	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	Asha Trade Internaional	১২.২৩০০০০.০৩৯.১৪.৩৮.১৯-৪৩৯ ৩০/১২/১৯	১,৯৭,২৫০
					মোট=	১,৯৭,২৫০/-

নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক।

পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা
আর্থিক সন : ২০১৯-২০২০
পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্প
নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করা/কম কর্তন করার বিবরণী

অনুচ্ছেদ ০৯
পরিশিষ্ট ৯.১

(ক)

বিল/ভাউচার নং	তারিখ	ব্যয়ের খাত	প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের বিবরণ	বিলের দাবীকৃত অর্থ	কর্তনযোগ্য ভ্যাট (৭.৫%)	কর্তনকৃত	কম কর্তন
২৪৪	২৩/০৬/২০	কেমিক্যাল, রিএজেন্ট ও কীটস ক্রয়	Overseas marketing corporation	কেমিক্যাল, রিএজেন্ট ও কীটস	২১৩৪০০০	১৬০০৫০	৬০০৫০	১,০০,০০০

(খ)

বিল/ভাউচার নং	তারিখ	প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের বিবরণ	বিলের দাবীকৃত অর্থ	কর্তনযোগ্য ভ্যাট (১০%)	কর্তনকৃত	কম কর্তন
৩০২	২৬/২/১৯	Shark Ltd.	মেরামত	৭৫১০১০	৭৫১০১	৩০৫০	৭২০৫১
২৮৯	২৯/৬/২০	Diamed	মেরামত	৫২৩০০০	৫২৩০০	৩৯২২৫	১৩০৭৫
						মোট	৮৫১২৬/-

(ক) + (খ) = ১,০০,০০০ + ৮৫,১২৬ = ১,৮৫,১২৬/-

(কথায়ঃ এক লক্ষ পঁচাশি হাজার একশত ছাব্বিশ টাকা)

নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক।

পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা
পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্প
আর্থিক সন : ২০১৯-২০২০

অনুচ্ছেদ ১০
পরিশিষ্ট ১০.১

আরডিপিপিতে মেশিনারি খাতে কোন বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও পিসিআর মেশিন ক্রয় বাবদ পরিশোধ করার বিবরণী:

বিল/ভাউচার নং ও তাং	পরিশোধযোগ্য কোড নং	পরিশোধিত কোড নং	বিবরণ	কার্যাদেশ নং ও তাং	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	পরিশোধিত টাকা
২৪০ ২৩/০৬/২০	৪১১২৩০৩ (মেশিনারি)	৩২৫৭১০৩ (গবেষণা)	পিসিআর মেশিন ক্রয়	বিজেআরআই/বিএআরজে-৩৭০/২০১৭/২৯৬ ১৭/০৬/২০২০	Overseas Marketing Corporation (Pvt) Ltd.	৪,২০,০০০
					মোট	৪,২০,০০০

নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক।

পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা
পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্প
আর্থিক সন : ২০১৯-২০২০

অনুচ্ছেদ ১১
পরিশিষ্ট ১১.১

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লংঘন করে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করার বিবরণী:

বিল/ভাউচার নং ও তাং	কোড নং	খাতের বিবরণ	ক্রয় পদ্ধতি	কার্যাদেশ নং ও তাং	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	পরিশোধিত টাকা
২৮১ ২৯/০৬/২০	৩২৫৮১০৫	এয়ার কন্ডিশনার ক্রয়/সার্ভিসিং	সরাসরি (ডিপিএম)	বিজেআরআই/বিএআরজে-১৮৩(১)/২০২০/২২০ ৪/৫/২০২০	Shark Ltd.	৪,০৭,২০০
					মোট	৪,০৭,২০০

নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক।

পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা

আর্থিক সাল ২০১৯-২০

বিজেআরআই এর জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি) এর গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প ডিপিপিতে বৈদেশিক ভ্রমণ বাবদ কোন বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও ব্যয় করার বিবরণী:

অনুচ্ছেদ ১২
পরিশিষ্ট ১২.১

ভাউচার নং ও তারিখ	কোড নং	ভ্রমণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	বিবরণ	২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২০১৯-২০ অর্থ বছরে খরচ
১ ২৬/৯/১৯	৩২৩১২০১	১. জনাব মো: মাহবুবুল আলম, এসএসও (জেটিপিডিসি উইং) ২. জনাব জান্নাতুল বাকী মোল্লা, এসও (জেটিপিডিসি উইং)	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (ভারত)	০.০০	৬,৮৪,২৫০
২ ২৬/৯/১৯	৩২৩১২০১	১. জনাব ড. মো: আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক (জুট-টেক্স) চলতি দায়িত্ব ও প্রকল্প পরিচালক ২. জনাব মো: মিনহাজ উদ্দিন জোবায়ের সিএসও, চলতি দায়িত্ব ও উপপ্রকল্প পরিচালক, (জেটিপিডিসি উইং)	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (চীন)	০.০০	৬,৮০,৬৮০
				মোট	১৩,৬৪,৯৩০/-

নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক।

পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা
আর্থিক সন : ২০১৯-২০২০
বিভিন্ন কোডে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়ের বিবরণী:

অনুচ্ছেদ ১৩
পরিশিষ্ট ১৩.১

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বরাদ্দ	খরচ	বরাদ্দের অতিরিক্ত
৩২১১১২০	টেলিফোন	১১০০০০০	১২৩১৯৪৪	১৩১৯৪৪
৩২৫১১০৫	সার	১২৫০০০০	১৬৫০৪০৫	৪০০৪০৫
৩২৫১১০৭	কীটনাশক	৩০০০০০	৪৭১৬৮২	১৭১৬৮২
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	১৫০০০০০	১৬৬৩৬৫১	১৬৩৬৫১
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	১০০০০০০	১০৯৮৩৮৫	৯৮৩৮৫
			মোট	৯,৬৬,০৬৭/-

নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন জনাব ড. আ. শ. ম. আনোয়ারুল হক, মহাপরিচালক।